তারিখ ০২ JAN 2006
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ভোরের কাগজ

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

প্রধান শিক্ষিকার অপসারণ দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস শিরীন বানুর বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রধান শিক্ষিকার অপসারণের দাবিতে ছাত্র-অভিভাবকরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির সকল শিক্ষক একজোট হয়ে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালকের বরাবরে তাদের স্বাক্ষর সম্বলিত ২৭টি সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। এছাড়া প্রধান শিক্ষিকা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নথিপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলে তার দায়ভার শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে কোতোয়ালী থানায় একটি জিডিও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ময়মনসিংহ জিলা স্কুল শত বছরের প্রাচীনতম একটি স্বনামধন্য ঐতিহ্যবাহী স্কুল। ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রভাতী ও দিবা শিফটে স্কুলটির অগ্রযাত্রা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু ২০০২ সালে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শামসুল হুদা অবসরে যাওয়ার পর ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব নেন বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা মিসেস শিরীন বানু। অভিযোগে প্রকাশ, তিনি প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে অদক্ষতা, অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি হারাতে থাকে তার গৌরব।

প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আনীত ২৭টি সুনির্দিষ্ট অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার ফিরিস্তি মধ্যে রয়েছে, তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে যোগদানের পর থেকে বিগত দিনে প্রভাতী শাখা চলাকালে নিয়মিত উপস্থিত না থাকা, দিবা শাখা চলাকালেও গরহাজির থাকা, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শন না করা, পরীক্ষার খাতা বিক্রির টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে তা আত্মসাৎ করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সময়সূচি না মেনে প্রতিষ্ঠানটিতে নিজের ইচ্ছামাফিক সময়সূচি চালিয়ে দেওয়া, প্রশংসাপত্র ও ট্রান্সফার সার্টিফিকেট বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে ফি আদায় করে তা হাতিয়ে নেওয়া, স্টেশনারি ক্রয় বাবদ ভুয়া বিল-ভাউচার দিয়ে লাখ-লাখ টাকা তুলে নেওয়া, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সম্মানী আত্মসাৎ করা, স্কুলের মসজিদ ফান্ডের অর্থ আত্মসাৎ, প্রাথমিক, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি কোচিংয়ের আদায়কৃত অর্থ যথাযথভাবে বণ্টন না করে তা আত্মসাৎ করা, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি করাসহ নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি।

এদিকে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আনীত এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন প্রতিষ্ঠানটির সকল শিক্ষক। তারা প্রতিষ্ঠানটিকে এই দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষিকার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠানটির গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিভাবক মহল থেকে শুরু করে সর্বমহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছেন। পাশাপাশি শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির ২৭টি সুনির্দিষ্ট ফিরিস্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি লিখিত অভিযোগ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালকের বরাবরে দাখিল করেছেন। এছাড়া প্রধান শিক্ষিকা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নথিপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলে তার দায়ভার শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে কোতোয়ালি থানায় একটি জিডিও করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রধান শিক্ষিকার অপসারণের দাবিতে ছাত্র-অভিভাবকরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। এসব কারণে প্রতিষ্ঠানটিতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির অভিভাবকদের মধ্যে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধান শিক্ষিকা শিরীন বানু তার বিরুদ্ধে [illegible] অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্র ভর্তি সঙ্গে যাবতীয় বিষয় সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক শাহ আলম বকশীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের কাছে সম্প্রতি প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছেন বলে উল্লেখ করে বলেন, এসবের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।